২০/৭/২০০৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ... ৩ ......

২৩ হাজার দাখিল পরীক্ষার্থী
ফল বাতিলকে অবৈধ ঘোষ

৩ সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি সুরাহার নির্দে

সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের অভিযোগে গত বছরের ২৩ হাজার দাখিল পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল করাকে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট এবং ৩ মাসের মধ্যে বিষয়টি সুরাহা করতে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারপতি কাজী এ. টি মনোয়ারউদ্দিন এবং বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২৫টি রিট মামলার রায়ে এ আদেশ দেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মার্চ মাসে দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং একই বছর জুন মাসে ফলাফল প্রকাশ করা হয়; কিন্তু মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের অভিযোগে ২৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাতিল ঘোষণা করে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের ফলাফল বাতিলের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা আবেদনকারী হয়ে হাইকোর্টে ২৫টি রিট আবেদন দায়ের করে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদি করা হয়।

রিট আবেদনে উল্লেখ করা হয়, আবেদনকারীরা মাদ্রাসা বোর্ডের নিয়মিত ছাত্র হিসেবে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে ও অন্যান্য ফিস জমা দেয়। পরে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের নামে প্রবেশপত্র ইস্যু করে এবং ছাত্ররা পরীক্ষায় অংশ নেয়; কিন্তু রেজাল্টশিটে তাদের রেজিস্ট্রেশন ভুয়া বলে উল্লেখ করা হয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ছাত্রদেরকে কোন প্রকার কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়ে সরাসরি ফলাফল বাতিল করে তাদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত করেছেন।

রিট আবেদনগুলো প্রাথমিক শুনানিশেষে মাদ্রাসা বোর্ডের ওই আদেশকে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করে কেন বাতি[illegible] হবে না— এ মর্মে কারণ দর্শানোর জ[illegible] বছর ১৬ই অক্টোবর হাইকোর্ট বিবা[illegible] প্রতি নোটিশ জারি করেন। আবেদ[illegible] চূড়ান্ত শুনানিশেষে গতকাল বিজ্ঞ অ[illegible] রায় ঘোষণা করেন। রায়ে মাদ্রাসা[illegible] কর্তৃক ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের অভিযো[illegible] হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল [illegible] বেআইনি ঘোষণা করেন এবং একই [illegible] আবেদনকারী পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য [illegible] মাসের মধ্যে তাদের ফলাফল বাতিল [illegible] বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সুরাহা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়।

আবেদনকারীদের পক্ষে [illegible] পরিচালনা করেন এ. বি. এম বায়েজী[illegible] অ্যাডভোকেট তৌফিজ ইমাম টিপ।